২০. 'গণদেবতা' উপন্যাসে গান

উপন্যাসের পরিসর যেহেতু বিস্তৃত সেহেতু সেখানে নানা উপাদান গৃহীত হয়। সঙ্গীত বা গানও এমন একটি উপাদান—যা উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মনে রাখা দরকার বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ ছিল গীতিপ্রধান এবং প্রায় কাব্য কবিতা ছিল গেয়। সঙ্গীতের ঐতিহ্য অনেক দিনের। সেই সঙ্গীতকে যখন উপন্যাসে আনা হয় তার মাধ্যমে লেখকের বেশ কিছু উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে যায়।

সাহিত্য প্রধানত ভাষানির্ভর। উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মূলত ঃ প্রকাশিত হয় বর্ণনায় আর তাদের সংলাপে। সংলাপকেও তাই চরিত্রোপযোগী হতে হয়। যদি তা আড়ষ্ট বা কৃত্রিম হয় তবে চরিত্রটি পাঠকের কাছে বাস্তব বা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না। অনেক সময় সংলাপের মাধ্যমে চরিত্রের মনের সব ভাব প্রকাশ করা সম্ভব হয় না—ঠিক সেই সময়ে একটি উপযোগী সঙ্গীত প্রযুক্ত হলে মনের ভাব-চিন্তা যথাযথ প্রকাশিত হয়। এজন্য সঙ্গীতের প্রয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

নাটকের ক্ষেত্রে সঙ্গীত অনেক সময় নাটকীয় স্বস্তি বা 'dramatical relief'-এর প্রয়োজনে প্রযুক্ত হয়। উপন্যাসেও অনেক সময় প্রসঙ্গান্তরে বা অধ্যায় থেকে অধ্যায়ে যাবার মাঝামাঝি সময়ে বা অধ্যায়ের কোনো অংশে গান প্রযুক্ত হয়। উপন্যাসের চরিত্রের মনোবেদনা—অনুভূতি-রাগ-দুঃখ-অভিমান প্রকাশের বাহন হয়ে ওঠে গান। নাটকীয় মুহূর্তের পরেই হয়তো কোনো আবেগঘন (romantic) মুহূর্তে আসতে পারে গান।

সঙ্গীতটি কোন ধরনের, কোন বিশেষ ক্ষেত্রের—তাও বিচার্য। কোন সঙ্গীত কোন চরিত্র গাইছে তাতেও প্রকাশিত হয় তার অবস্থান-রুচি। আপাত তরল বা লঘু গান, গভীর কোনো মার্গ সঙ্গীত—গভীর ব্যঞ্জনাধর্মী গান আলাদা আলাদা মাত্রা বয়ে আনে।

কোনো একটি বিশেষ অঞ্চলের লোকজীবন যদি উপন্যাসের প্রতিপাদ্য হয় সেই

Scanned with CamScanner

নির্দিষ্ট অঞ্চলের বিশেষ কোনো লোকসঙ্গীতও উপন্যাসে আসতে পারে। এর মাধ্যমে উপন্যাসের মধ্যে আঞ্চলিকতা বা লোকজীবন স্বভাব প্রকাশিত হয়। সঙ্গীতের একটি অন্যতম প্রধান ধর্ম সে জীবন সত্যকে প্রকাশ করে। চরিত্রের 'হয়ে ওঠা' বা 'becoming' তথা বিকাশ-বিবর্তনেও সে সজীব ভূমিকা পালন করে। সঙ্গীতের কথা ও সুরের যে আবহ তা চরিত্রের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে এক তালে মিলতে পারল কিনা তাও আমরা বিচার করে দেখতে পারি। যেমন আমরা করে থাকি ভালো কোনো সিনেমায় প্রযুক্ত কোনো গানের ক্ষেত্রে। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম, উপন্যাসে সঙ্গীতের নানা উপযোগিতা রয়েছে। তারাশঙ্করের 'গণদেবতা' উপন্যাসে গানের প্রসঙ্গে আলোচনার আগে একথা অবশ্যই স্মরণযোগ্য যে তারাশঙ্কর তাঁর ছোটোগল্প এবং উপন্যাসের বিভিন্ন অংশে গানকে প্রয়োগ করেছেন। যেহেতু তিনি রাঢ়বঙ্গের জীবনীকার —বীরভূম জেলার মানুষজন তাঁর লেখায় ঠাঁই পেয়েছে, সেইহেতু এই জেলার নানা লোক-গান (Folk Song) তাঁর সাহিত্যে এসেছে। তিনি নিজেও অনেক গান রচনা করেছেন। এই জেলার বাউল-ভাদু-ভাঁজুই-ঘেঁটু-কবি ও গাজনের গান বিখ্যাত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য তাঁর 'কবি' উপন্যাসের নিতাই কবিয়ালের গান—

(ক) "ও আমার মনের মানুষ গো
তোমার লাগি পথের ধারে বাঁধলাম ঘর ;
পথের ধারে ঝিকিমিকি তোমার নিশানা চোখে
আমার ভাসে নিরন্তর।"

(খ) "এই খেদ আমার মনে
ভালবেসে মিটল না আশ—কুলাল না এ জীবনে
হায় জীবন এত ছোট কেনে?
এ ভুবনে।"

তাঁর 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে কাহার সমাজের মধ্যে ঘেঁটু গান গীত হয়েছে—

"তাই ঘুন ঘুনাঘুন—বাজলো নাগরী
ননদিনীর শাসনে, চরণের নূপুর থামিতে চায় না।"

'তমসা' গল্পে অন্ধ পঙ্খের সেই বিখ্যাত গানের কথা ভোলা যায় না—

"চোখে ছটা লাগিল তোমার আয়না-বসা চুড়িতে।
মরি মরি বলিহারি—চোখে যে আর সইতে নারি,
ঝিকিমিকি ঝিলিক নাচে, হাতের ঘুরি-ফিরিতে।"

সুতরাং তারাশঙ্করের চিন্তা-চেতনায় রয়েছে এই বীরভূম জেলার লোকগান লোকসংস্কৃতি। গণদেবতা উপন্যাসের মধ্যে আমরা কৃষিকেন্দ্রিক গ্রাম সমাজের নানা পূজা-পার্বণের বর্ণনা পাই। পৌষ সংক্রান্তিতে পৌষ আগলের ছড়া বা ইতুলক্ষ্মীর ব্রতকথা পাঠের পাশাপাশি উপন্যাসের 'আঠারো' সংখ্যক অধ্যায়ে চৈত্র মাসের ঘণ্টাকর্ণ পুজো উপলক্ষ্যে ঘেঁটু গানের প্রসঙ্গ পাই। ধর্মরাজের থানে বকুলগাছতলায় ঘেঁটু গানের আসর বসেছে। আজকের এই ঘেঁটু গানের আসর দেখে দেবু পণ্ডিতের মনে পড়ে "বাল্যকালে

Scanned with CamScanner

তাহারা ঘেঁটুগান শুনিতে এখানে আসিত। এমনই জ্যোৎস্নার আলোতে আসর বসিত।"

গায়ক ও বাদকের দল 'শিব শিব রাম রাম' বলে শুরু করে গান। সেই গানের আসরে নানা সাম্প্রতিক বিষয়ও উঠে আসে।

(ক) "এক ঘেঁটু তার সাত বেটা
সাত বেটা তার সাতান্ত
এক বেটা তার মহান্ত..." ছোটো ছেলেরা নেচে নেচে ধুয়া দেয়। এই অংশে নানা প্রসঙ্গে গান গাওয়া হয়েছে, আমরা তার উল্লেখ করছি।

বন্যার প্রসঙ্গে ঃ (খ) "হায় এ জল কোথা ছিল
জলে জলে বাংলা মুলুক ভেসে গেল।"

রেল লাইন প্রসঙ্গে ঃ (গ) "সাহেব রাস্তা বাঁধালে
ছ'মাসের পথ কলের গাড়ি দণ্ডে চালালে।।"

অজন্মা হলে তারা গায় (ঘ) "ঈশান কোণে ম্যাঘ লেগেছে দেবতা করলে শুকো"।

নতুন ভাবে জমি জরিপ হয়েছে বলে তারা গেয়েছে—

(ঙ) "দেশে আসিল জরিপ।
রাজা-পেজা ছেলে বুড়োর বুক ঢিপ ঢিপ।"

পুলিশ কর্তৃক দেবু পণ্ডিতের অপমান নিয়ে তারা গান গায়—

(চ) "হায় বাবা, কি করি উপায়
....
পণ্ডিতমশায় দেবু ঘোষ তেজিয়ান বিদ্বান,
জনের চেয়ে তার কাছে বেশি হল মান।..."

এই শেষের গানেই দেবু ঘোষের জেল যাওয়ার প্রসঙ্গটি আছে। গানে গানে গায়ক দেবুকে শ্রদ্ধা জানায়—

"ফুলের মালা গলায় দিয়ে ঘোষ চলেন জেলে,
অধম সতীশ লুটায় এসে তারই চরণ তলে
দেবতা নইলে হায় একাজ কেউ পারে না।।"

এই গানের গায়ক সতীশ ও তার দল।।

এইখানে গানগুলিতে একদিকে যেমন বীরভূম জেলার আঞ্চলিক স্বভাব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, তেমনি লোকসংস্কৃতিরও পরিচায়ক হয়ে উঠেছে। ভাষাভঙ্গিতেও আঞ্চলিকতা প্রকাশিত রেল---কলের গাড়ি, মেঁঘ---ম্যাঘ, শুকনো—শুকো, তামাক—তামুক, রাজাপ্রজা—রাজা-পেজা, শিকল—ছেকল, লোহার—নোয়ার, তেপায়া—তে-ঠেঙে, আবার 'কানুন গো'র সঙ্গে 'মানুন গো' মিলবিন্যাসটিও চমৎকার।

শেষের দীর্ঘ গানে, উপন্যাসের আখ্যানে ঘটে যাওয়া দেবু পণ্ডিতের জেল যাওয়ার ঘটনাটির বর্ণনা দিয়ে গায়ক সতীশ গ্রামসমাজের মধ্যমণি দেবু পণ্ডিতকে 'দেবতা' বলে মান্যতা দিয়েছে। উপন্যাসের মধ্যে সে গণদেবতা গণনায়ক হয়ে উঠেছে। নামকরণ—তাৎপর্যের দিকেও বিচার করলে এই গানটি যেন 'theme song' হয়ে উঠেছে। ঘেঁটু

Scanned with CamScanner

গানের আসরে গান শুনে হরেন ঘোষাল বলেছে—"আচ্ছা সতীশ মালাটা যে আমিই দিয়েছিলাম সে কথাটা বাদ গিয়েছে কেন? মালা আছে গলা আছে, আমি নাই। বাঃ" হরেনও গানের চরিত্র হয়ে উঠতে চেয়েছে। আর যতীন স্বপ্নাচ্ছন্ন মুগ্ধ হয়ে সতীশকে বলেছে—"তোমাদের গানগুলো আমাদের লিখে দেবে সতীশ?" সতীশ এই কথা শুনে কৃতার্থ হয়ে গেছে। এবং আমরা জানি, উপন্যাসের শেষ অধ্যায় অর্থাৎ 'আঠাশ' সংখ্যক অধ্যায়ে যতীন যখন এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে সতীশ বাউড়ি প্রণাম করে একটি ভাঁজকরা ময়লা কাগজ তাকে দেয় আর হেসে বলে—"আমাদের গান। নিকে নিতে চেয়ে ছিলেন আপুনি। অনেকদিন নিকিয়ে রেখেছি, দেয়া হয় নাই।" যতীন সেই গানের কাগজ সযত্নে পকেটে রেখেছে।

'গণদেবতা' উপন্যাসের সঙ্গীত ও ছড়ার প্রবাদ প্রবচনের প্রয়োগ কৌশল আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন 'গণদেবতা' উপন্যাসের মূল উপজীব্য ও নামকরণ তাৎপর্যটিও।

আসলে সমালোচকের মতে—"গ্রামবাংলার উপকথা রচনায় তারাশঙ্কর যে চলিষ্ণু জীবনযাত্রার চিত্র এঁকেছেন সেখানে মানুষেরই প্রধান ভূমিকা। তিনি গণ-কে উপন্যাসে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাদেরই তারাশঙ্কর দেবতা বলেছেন। সেই দেবতাই তারাশঙ্করের আরাধ্য।" (বিজিতকুমার দত্ত)।

সুতরাং জনগণই উপন্যাসের মুখ্য আর সে কারণেই উপন্যাসের মধ্যে তারাশঙ্কর লোকগানের প্রসঙ্গ এনেছেন।

উপন্যাসের নানা পুজোপার্বণে লোকসংস্কৃতিমূলক গান ও পালার কথা আছে। কেষ্টযাত্রা, বোলান, মনসা-ভাসান গান, কীর্তন ইত্যাদির প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু ঘেঁটু উৎসবে সতীশ বাউড়ির দলের গানগুলিই তারাশঙ্কর উপন্যাসে বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেছেন। তৎকালীন সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনের নানা অনুষঙ্গ ও ঘটনার প্রভাব এই গানে এসেছে। এমন কি দেবু পণ্ডিতের প্রতিবাদী সত্তা ও জেলযাত্রা নিয়ে সতীশ নিজে গান বেঁধেছে ও আসরে যতীন দেবুকে আহ্বান জানিয়ে তাদের সামনেই গেয়েছে।

জনগণের দুঃখ-কষ্ট জনগণের কাছে বলা হচ্ছে একদল লোকের গানের মাধ্যমে—সতীশ বাউড়ি এবং তার ঘেঁটু গানের দল—অর্থাৎ এই গান সর্ব অর্থেই Folk Song বা 'of the people, for the people, and by the people হয়ে উঠেছে।

Scanned with CamScanner